এইস্থানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—সাম্য ও অতিশয়তাশূন্য নিত্য-আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের ভক্তির দ্বারাই কিরূপে সন্তোষ হইতে পারে? যেহেতুক যদ্যপি ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সন্তোষ হয়, তাহা হইলে ভগবৎস্বরূপানন্দে নিরতিশয়ত্ব এবং নিত্যত্বের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কারণ যাহা নিরতিশয় অর্থাৎ যাহার অধিক নাই এবং ধ্বংস ও প্রাগ্‌ভাবরহিত, তাহার যদি অতিশয় সুখ হয়, তাহা হইলে নিরতিশয়ত্বের ও নিত্যত্বের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগোস্বামীপাদ তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"উচ্যতে" অর্থাৎ ইহার সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের স্বরূপটি যেমন একদিকে নিরতিশয় আনন্দ, অপরদিকে তেমনি নিত্য বলিয়া শোনা যায়। আবার তেমনি ভক্তিও শ্রীভগবানের সুখহেতু বলিয়া শোনা যায়। অতএব, শাস্ত্রের দুইটি বাক্যেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এইরূপই বুঝা যায় যে—শ্রীভগবান্ যেমন অনন্ত-স্বরূপ হইয়াও মুখ্য পরমানন্দবিগ্রহ, তেমনি তাঁহার হ্লাদিনী নামে যে স্বরূপশক্তি আছে, সেই শক্তি শ্রীভগবান্‌কে স্বরূপানন্দ আস্বাদন করাইতে এবং ভক্তগণকে শ্রীভগবানের আস্বাদন করাইতে সমর্থা। যেমন, সূর্য্য নিজে প্রকাশ হইতে এবং অন্যকেও প্রকাশ করিতে ক্ষমতাশালী, তেমনি প্রকাশবস্তুমাত্রের স্বভাব যে, নিজকে প্রকাশ করিবে ও অন্যকে প্রকাশ করাইতে ক্ষমতা রাখিবে। সেই হ্লাদিনীশক্তিরই পরম বৃত্তিরূপা এই শ্রীভক্তি। সেই শক্তিটিকে শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তবৃন্দে অর্পণ করিয়া নিত্য-বিদ্যমান আছেন। অতএব সেই হ্লাদিনীশক্তিরই সারবৃত্তিরূপা প্রীতিলক্ষণা-ভক্তিসম্বন্ধেই ভগবান্‌ও অতিশয় সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, সুখরূপ শ্রীভগবানেরও ভক্তিসম্বন্ধে সন্তুষ্টির কথা ৫।১৫।১৩ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—

"যৎপ্রীণনাৎ বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্‌ মনুষ্যবীরুৎ তৃণমাবিরিঞ্চ্যাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্ববীজঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাৎ গয়স্যঃ॥

যে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হইলে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, লতা, তৃণ প্রভৃতি আব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বজীবনহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ং সুখরূপ হইয়াও গয়মহারাজের যজ্ঞে "তৃপ্তোঽস্মি" অর্থাৎ বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম—এই বলিয়া সুখী হইয়াছিলেন। ১৪২॥

অতএব তথাভূতত্বেনাত্মারামস্য পূর্ণকামস্যাপিতস্য ক্ষুদ্রগুণবস্থপি পরিতোষায় কল্পতে ইতি দৃষ্টান্তেনাহ—তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ। আত্মারামং